সংবাদ

তারিখ 08 FEB 2014
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

শিক্ষা ব্যবসায়ীদের অনৈতিক কর্মকাণ্ড

২২১ ভুয়া ছাত্রছাত্রীকে এসএসসি পরীক্ষার সুযোগ দিচ্ছে ঢাকা বোর্ড

রফিক উদ্দিন

ভুয়া ও বিভিন্ন স্কুলের অকৃতকার্য ও নিবন্ধনবিহীন ছাত্রছাত্রীদের এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া নিয়ে বিপাকে পড়েছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড। শিক্ষা ব্যবসায়ীদের অনৈতিক কর্মকাণ্ডের খেসারত দিতে গিয়ে এবার চারটি স্কুল থেকে ২২১ জন ভুয়া ছাত্রছাত্রীকে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হচ্ছে। আগামী রোববার শুরু হওয়া এই পরীক্ষার মাত্র তিনদিন আগে এসব ছাত্রছাত্রীর রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষার ফরম পূরণ ও প্রবেশপত্র দিতে হচ্ছে। এতে পরীক্ষার সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রাত-দিন কাজ করতে হচ্ছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সাব-কমিটির সভাপতি প্রফেসর তাহমিনা বেগম গতকাল সংবাদকে বলেন, 'শিক্ষা ব্যবসায়ীদের অনৈতিক কর্মকাণ্ডের খেসারত দিতে গিয়ে এখন আমাদের দিন-রাত কাজ করতে হচ্ছে।' তিনি জানান, ভুয়া : পৃষ্ঠা : ১৫, ক : ৪

ভুয়া : ছাত্রছাত্রীকে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

'এসএসসি পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরপরই ভুয়া, স্কুলগুলোর বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থাগ্রহণ করা হবে।'

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, উচ্চ আদালতের নির্দেশনা থাকায় পরীক্ষা শুরুর তিনদিন আগে চারটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হচ্ছে। এর মধ্যে রাজধানীর মিরপুরে উত্তর কালশী উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪২ জন, ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ের রৌহা হাইস্কুলের ৯০ জন, টংগীর মুন্নু টেক্সটাইল মিল হাইস্কুলের ৩৯ জন এবং গাজীপুরের ল্যাংগুয়েজ উচ্চ বিদ্যালয়ের ৫০ জন ছাত্রছাত্রী।

এর মধ্যে রৌহা হাইস্কুলের ৯০ জন ছাত্রছাত্রী জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণই করেনি। উত্তর কালশী উচ্চ বিদ্যালয় এবং রৌহা উচ্চ বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে গত বছরও ভুয়া শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে।

এ বিষয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান গতকাল সংবাদকে বলেন, 'এসব ছাত্রছাত্রীর কেউ ডুপ্লিকেট রেজিস্ট্রেশন বা জাল নিবন্ধন সনদধারী, কেউ নিয়েছে নতুন রেজিস্ট্রেশন এবং কেউ কেউ অষ্টম শ্রেণীর জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি। কিন্তু শিক্ষা ব্যবসায়ীরা মোটা অঙ্কের অর্থের লোভে এসব ছাত্রছাত্রীকে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী দেখিয়ে হঠাৎ এখন এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ চাচ্ছে।'

শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখার কর্মকর্তারা জানান, রাজধানীর মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, জামায়াতে ইসলামীর মালিকানাধীন ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ক্যামব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কোয়ালিটি এডুকেশন স্কুলসহ বেশকিছু বাণিজ্যনির্ভর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতি বছর মোটা অঙ্কের টাকা ভর্তি ফি নিয়ে পাইকারি হারে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে থাকে।

কিন্তু বোর্ডের বেঁধে প্রতিষ্ঠানের তালিকার অন্তর্ভুক্ত থাকার জন্য প্রতিবারই নানা অজুহাতে প্রতিষ্ঠানের অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে বহিষ্কার কিংবা পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুপযোগী হিসেবে ঘোষণা করে থাকে। পরবর্তীতে এসব ছাত্রছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আরেক ধরনের শিক্ষা ব্যবসায়ীর খপ্পরে পড়ে ভুয়া ও বিতর্কিত স্কুলে ভর্তি হয়। আর বিতর্কিত স্কুলগুলো ভুয়া নিবন্ধন দেখিয়ে এসব ছাত্রছাত্রীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়। এ অনৈতিক কাজে শিক্ষা ব্যবসায়ীদের সহায়তা করে শিক্ষা বোর্ডের দুর্নীতিবাজ কর্মচারী ও নেতারা। এরাও পায় শিক্ষা বাণিজ্যের সুবিধা।

এছাড়াও বাণিজ্যনির্ভর স্কুলগুলো ঘিরে এক শ্রেণীর দালাল সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে। নীতিহীন এক শ্রেণীর শিক্ষক-কর্মচারী এই ধরনের দালালিতে জড়িত। যেসব ছাত্রছাত্রী পাবলিক পরীক্ষার আগে টেস্ট পরীক্ষায় অকৃতকার্য কিংবা বহিষ্কার হয় তাদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের দায়িত্ব নেয় দালাল সিন্ডিকেট। তারাই ভুক্তভোগী ছাত্রছাত্রীদের অন্য স্কুলে ভর্তি হতে উপায় বাতলে দেয়।